কালের কণ্ঠ ১৯.০২.১৮

ভূমিকম্প নিয়ে সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা

ভবন নির্মাণে রাজউকের মনিটরিং জোরালো নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

১০০ বছর আগে ঢাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে। তাই এখানে আবারও বড় মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। প্রকৃতির নির্মম আঘাত থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা কমিয়ে আনা সম্ভব। আর তা হলো ভবন নির্মাণসহ ভূমিকম্প-পূর্ববর্তী করণীয় ঠিক করা। অথচ ঢাকা শহরের ৯০ শতাংশ ভবনই নকশা মেনে হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) মনিটরিংও জোরালো নয়।

গতকাল রবিবার রাজধানীর এক হোটেলে রাজউক আয়োজিত ভূমিকম্পবিষয়ক সেমিনারে বিশেষজ্ঞ বক্তারা এসব কথা বলেন। 'রিসেন্ট আর্থকোয়েক রিলেটেড রিসার্চেস অ্যান্ড অ্যাকটিভিটি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন রাজউক চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, অধ্যাপক মেহেদী আহম্মদ আনসারী, বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট স্বর্ণা কাজী, বুয়েটের অধ্যাপক ড. রাকিবুল আহসান ও রাজউকের আর্থকোয়েক রেসিলিয়েন্স প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আব্দুল লতিফ হেলালী। দিনব্যাপী এই সেমিনারে রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন।

> ৯০ শতাংশ ভবন নকশা মেনে হয় না : পূর্তমন্ত্রী

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, 'রাজধানীর প্রায় ৯০ শতাংশ ভবনের মালিক নকশা অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণ করেন না। নতুন বাড়িঘরে ইউটিলিটি সার্ভিস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজউককে ভবন ব্যবহার সনদ বা অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের বিষয়ে আরো কঠোর হতে হবে। রাজউক ও গণপূর্ত ছাড়া সরকারি যেসব সংস্থা ভবন নির্মাণ করে তাদের কাজ নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।'

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন, 'সরকার ইমারত নির্মাণ বিধিমালা হালনাগাদ করেছে এবং শিগগিরই গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করে বাড়িঘর বা স্থাপনা নির্মাণ করা হলে তা অবশ্যই ভূমিকম্প সহনীয় হবে।' তিনি বলেন, 'পুরনো ভবনগুলোকে ভূমিকম্প সহনীয় করতে জাপানের সহযোগিতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর রেট্রোফিটিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু করছে। সরকারি এ উদ্যোগকে সফল করতে হলে বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসতে হবে।'

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, রাজউকের দায়িত্ব ঢাকা শহরসহ আশপাশের এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে সেগুলোর সংস্কার করা। আর যেগুলোর সংস্কার করা সম্ভব নয় সেগুলো ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করা। আর নতুন ভবনগুলোর নির্মাণকাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করা। কিন্তু রাজউক এসব কাজ সঠিকভাবে করছে না। এ কারণে আমরা প্রতি মুহূর্তে বড় ঝুঁকির মধ্য দিয়ে পার করছি। সরকারের উচিত হবে কোনো ধরনের হেলাফেলা না করে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।'

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন বলেন, 'ঢাকা শহরে মাকড়সার জালের মতো গ্যাসের লাইন সংযোগ রয়েছে। একটি ভবনে ১০০টি ফ্ল্যাট থাকলে অনেক ক্ষেত্রে ১০০টি সংযোগ রয়েছে। ভূমিকম্পের সময় এসব গ্যাস সংযোগ বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এ ব্যাপারে আমরা চিৎকার করলেও সরকার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।' তিনি ফায়ার সার্ভিস বিভাগকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করার জোর প্রস্তাব করেন।